ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২১৫৯

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ,২০১৮

রাবার চাষের এলাকাগুলিকে বীমার আওতায় আনার জন্য চাষীদের উৎসাহিত করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের উৎপাদিত রাবারকে ব্যবহার করে ছোট ছোট ম্যানুফেকচারিং ইউনিট গড়ে তুলতে হবে। এই সকল ম্যানুফেকচারিং ইউনিটের উৎপাদিত রাবার সামগ্রী বাজারজাত করণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এতে রাবার চাষের সাথে যুক্ত পরিবারগুলি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। আজ সচিবালয়ের ১নং কনফারেন্স হলে রাবার সেক্টরের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, রাবার চাষের এলাকাগুলিকে বীমার আওতায় নিয়ে আসার জন্য রাবার চাষীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে জেলাভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে এ বিষয়ে রাবার চাষীদের সচেতন করে তুলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাবার গাছের জন্য বীমা করা থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি এবং ঝড়ে রাবার গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হলে চাষীরা বীমার মাধ্যমে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন। বীমার সুবিধার বিষয়ে রাবার চাষীদের অবগত করার জন্য লিফলেট বিতরণ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, উন্নত প্রযুক্তিতে রাবার প্রক্রিয়াকরণের জন্য চাষীদের স্মোক হাউস স্থাপন করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে তিনি রাবার বোর্ড, টি আর পি সি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রাবার চাষে যুক্ত শ্রমিকদের রাবার ট্যাপিং বিষয়ে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে রাবার গাছ থেকে ল্যাটেক্স যেমন বেশি পাওয়া যাবে পাশাপাশি রাবার গাছ দীর্ঘ স্থায়ী হবে। আলোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. সন্দীপ আর রাঠোর জানান, ন্যাচারাল রাবার হচ্ছে ত্রিপুরার অর্থকরী ফসলের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৮৪,৪৮০ হেক্টর এলাকা রাবার চাষের আওতায় এসেছে। এর মধ্যে পরিণত রাবার চাষের আওতায় ৫৪,৪৪১ হেক্টর এলাকা রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট রাবার উৎপাদন করা হয়েছে ৬৫,৩৩০ মেট্রিকটন। এর মধ্যে সীট রাবার হচ্ছে ৪৯,২৩০ মেট্রিকটন, স্ক্যাপ রাবার হচ্ছে ১৩,১০০ মেট্রিকটন এবং সংরক্ষিত ফিল্ড ল্যাটেক্স হচ্ছে ৩০০০ মেট্রিকটন। এছাড়াও তিনি রাবার চাষের বিভিন্ন প্রতিবন্ধতা উল্লেখ করে এর সম্ভাব্য সমাধান সভায় আলোকপাত করেন। রাবারের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বৃষ্টির জল আটকানো, মাটি সংরক্ষণ, উন্নতমানের সার ব্যবহার, নতুন রাবার চাষীদের রাবার চাষে উৎসাহিত করার জন্য সহায়তা প্রদান, শ্রমিক কল্যাণে সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন অধিকর্তা। সভায় রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ত্রিপুরা রাবার চাষের অগ্রগতির জন্য রাবার বোর্ডের উদ্যোগে যে সকল কর্মসূচি রূপায়ন করা হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। স্মোক হাউস তৈরির ক্ষেত্রে আর সি ডি প্রদান, রাবার ট্যাপিং এর ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও কমিউনিটি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান সভায় অবগত করান। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জি এস জি আয়েঙ্গার, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব এল কে গুপ্তা, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. অলিন্দ রাস্তোগী, ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন, ত্রিপুরা রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয় ও স্কীল ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ডি. আনন্দম সহ রাবার বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

****